প্রকাশক
সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সেন
পি১৮ দরগা রোড
কলিকাতা ১৭

প্রচ্ছদপট
দেবানন্দ দত্ত

মুদ্রক
প্রভাতকুমার ঘোষ
ঈস্টএন্ড প্রিন্টার্স
৩নং ডাঃ সুরেশ সরকার রোড
কলিকাতা ১৪

ব্লক
দি রেডিয়েন্ট প্রোসেস
কলিকাতা ১৩

প্রথম প্রকাশ
৪ঠা বৈশাখ, ১৩৬৪

॥ নয়ন মানুষের হয়ত
নয়ন ভগবান ॥

মানুষের চোখ দুটির দিকে
সহস্র বছর ধ'রে আমি তাকিয়ে :
কিছু পাবার আশায় নয়,
দেওয়ার আশায় নয়—
কেবল অনুভূতি গভীরের বিস্ময়ে!
অনন্ত গভীরতা; যেন এর শেষ নেই—
অথচ তাতে এত আশাহীনতা।
কত কোটি বছরের তিল তিল তিলোত্তমা—
অথচ . . . অথচ . . .
ঐ কুলপাতার মত সবুজ চোখের মাঝে—
কত অনন্ত গভীরতা,
নিরুপায়ে নিতান্ত নিবিড়, নিদাঘের বেলায় ঘুমিয়ে।

আমি জানি,
ঐ অনন্ত গভীরতা আর জাগবে না—
ও ঘুমায়ে রবে ঐ নয়নের তলে লুকায়ে।
ঐ চোখ—
পৃথিবীর মানুষের চোখ,
কত দেখেছে, চেয়েছে।
কত পাওয়া না পাওয়ার কাহিনী
পেয়েছে রূপ।
কত অনাচার, কত আচারের অত্যাচার
কত বিশ্বাসহীনতা, শোষণ, হত্যাকারীর লোলুপতা-

কত প্রেম—ভালবাসা—
তবু ও অভ্রান্ত—ও কৃষ্ণ সাধনায় গভীর বিষণ্ন।

তাই ভাবি,
নয়ন মানুষের, হয়ত নয়ন ভগবান॥

॥ এষা ॥

মনটাকে বহুদূর এক নিবিড় শান্তির পথে নিয়ে যেতে চাই।
বহুদূর—
যেখানে মানুষের চেতনা গিয়ে পৌঁছুতে পারেনি—
দূর সেইখানে,
একটি চিন্তার-স্বাধীনতা-নীড়।
কেবল স্বাধীনতা,
নেই কোন নিমিত্ত বাঁধনের কারচুপি;
—খোলা।
সেই সবুজ-সমারোহে পৌঁছে
বুক্‌চাপ্‌ড়ে গলা মিলিয়ে—
নেই বিন্দু প্রতিধ্বনি :
বিস্ময়!
সেই বিস্ময়ের নিবিড় স্পন্দনে
শিহরিত প্রাণে ভেবে যাই—
মনটাকে বহুদূর এক নিবিড় শান্তির পথে নিয়ে যেতে চাই।

মীমাংসা, উপাখ্যান, ভূমিকা, উপসংহারের বাজার
হারিয়ে গেছে,
নিবিড় নিপুণ সৌন্দর্য্যে
আর, নিগূঢ় নিস্পন্দতার বিস্ময়ে।
কেউ নেই··· কেউ নেই···
প্রিয়া শোনো,
তুমিও নেই—
তোমার চুড়ির রিনিঠিনি
বস্তাপচা কথার কাকলি
—নেই।
কেবল আমার চেতনার চিন্তা।

শরীরের জরা বাঁধন পঞ্চভূতে মিশে গিয়ে
—কেবল চেতনাই।
মনটাকে বহুদূর এক শান্তির পথে নিয়ে যেতে চাই।

যদি একটা প্রশ্ন উঁকি দেয় মনে,
চিন্তার সে চেতনার দলিল কোথায় যাবে,
হারিয়ে?
নিজের অস্তিত্বই যদি সে চিন্তায় স্বীকৃত না হোল,
তবে লাভ?
ক্ষতিতো সবটুকুই।
উত্তর?
আছে।
গভীর নির্মোক হ'য়ে সে বেঁচে আছে
—গাছের সবুজে, গাভিনীর চোখে, সমুদ্রের কল্লোল
আর পাখীর কাকলিতে।

আর—
আর আছে, প্রিয়ার গভীর সুষুপ্তির শান্তি-সৌন্দর্য্যের শোভাতেই।
মনটাকে বহুদূর এক নিবিড় বিশান্তির পথে নিয়ে যেতে চাই॥

॥ একটি চাওয়া ॥

কোজাগরী পূর্ণিমায়,
তোমায় প্রথম দেখেছিলাম ঋতেনদের বাড়ীতে।
তারপর কোন এক অমাবস্যায় স্বপ্নাদের ওখানে।
দুটি দেখা—
পূর্ণিমায় তুমি...অমাবস্যায় তুমি ...
রাত্রিতে কাচিন কন্যা—
আলোতে অম্লান বহ্নিবন্যা তুমি অপর্ণা।

জোর করে ভুলে যেতে চেয়েছিলাম
তোমার দাম্ভিক চেহারাকে।
সাহস পাবো কোথায়?
তোমায় ভালবাসতে গেলে
হরতনের দু-হাজারী সাহেব হওয়া চাই।
আমি চিড়িতনের চালভাজা শতকের গোলাম।
আমায় ভালবাসতে গেলে,
নদী পেরিয়ে স্তব্ধ এক অহল্যাকে আনতে হয়।
তুচ্ছতা...না না তা নয় ...
বেশ জানি সে তোমার চেয়ে অনেক কিছুতে মহান্।
চোখে তার পবিত্র পূজার বিল্ব,
মুখে তার স্তব্ধ রহনার রুদ্ধ ধরিত্রীর ধ্যানতরশ্মি
—সে অহল্যা।

সব বুঝি...সব জানি ...
তবুও তোমার চন্দ্রাভ পায়ে,
কোটি আকুতির সমাহারে

—একটি চুম্বন এ‘কে দিতে ইচ্ছে জাগে—
শুধুমাত্র একটি...পূর্ণ গভীর অনন্ত এষণায় ঘন
—শুধু একটি রক্তাভ চুম্বন।

॥ ভেবেছিলাম ॥

কত কথা ভেবেছিলাম, তোমায় জানাব।
ভেবেছিলাম মনের ভাগীদার বুঝি হবে তুমি।
কতবার ভেবেছিলাম,
তোমার সব কথা শুনবো,
প্রাণে প্রাণ রচবো...গাইবো...হাসবো...
যদি প্রাণ চায়—কাঁদবো।
কতদিন ভেবেছি,
তোমার মুখে মুখ রেখে চাইবো।
কত ক্লান্ত যামিনী কেটে গেছে,
ভেবেছি তোমার কুন্তলে মুখ ঢেকে অকূল পারাবারে
মনটাকে ভাসায়ে দিয়ে ফিরবো।

কত দিন ভেবেছি, মেঘলা আকাশ—
তুমি দাঁড়িয়ে, চুল এলিয়ে, জানালার ধারে, আকাশে তাকিয়ে
আমি দূরে দূরে তোমার স্কন্ধের নীতাদেশে
এঁকে দেবো নীল বিশ্বাসে।
তুমি চমকে পিছু ফিরে দেখো—আমি দাঁড়িয়ে!
'ও তুমি!'
হ্যাঁ, আমি, আমি নিতান্ত ভিখিরী
তোমার দুয়ারে ফিরি, কত কিছু ভেবে।

॥ মরু : মরীচিকা : মরূদ্যান ॥

প্রজাপতিটাকে গাড়িটা পিষে গড়িয়ে গেল অবলীলাক্রমে।
বাতাস বৃথা দুলিয়ে চলেছে ওর পাখ্না দু'খানা।

নীলাকে টেলিফোন ক'রে দেখি
ও চলে গেছে গতকাল কাশ্মীরে।
সাথে দীপ্তেন,
ওর মামাতো ভাই-এর বন্ধু
সবে বার্মিংহাম থেকে এসেছে ইঞ্জিনীয়র হ'য়ে।
আমার পাঠানো কবিতাগুলোও দেখি ফেরৎ এসেছে ডাকে—
শুধু লাভের মধ্যে
নামের উপর প'ড়েছে এক বিরাট সংখ্যার নাম্বারের নিতান্ত প্রবাহ।
ব্যথাহত নির্বেদ দৃষ্টিটা
আকাশেতে গিয়ে ঠেকে শকুনের সাথে।
বিপুল বিরক্তিতে উঠে দাঁড়াই।
হঠাৎ দেখি রেজিষ্ট্রি চিঠির পিয়নটা এসেছে।
আর আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখি আমারই চিঠি দিল্লী হ'তে—
এমার্জেন্সি কমিশনে নামটা আমার বলিষ্ঠ অক্ষরে লেখা হ'তে চলেছে
এই সংবাদ নিয়ে।

ফের বুকটা কিসের সাড়ায় নেচে ওঠে—
নেফা...লাডাক...বুকের রক্ত...আমার ভারত!

এগিয়ে যাই রাস্তায়,
প্রজাপতিটাকে সন্তর্পণে তুলে ধরি—
আশ্চর্য্য, এখনও দেখি ওর পরাগে ভরা নরম বুকটা কাঁপ্‌ছে॥

জলে মাছে—
আর—
কল্‌মি শাপ্‌লায়—

একটি ধানভাঙা মেয়েকে দেখেছিলাম,
কোন গণ্ডগ্রামের শান্তিতে।
কল্‌মি শাকের সর্পিল ছন্দেতে ও ভাসে।
চোখে কেউটের শীত, মনে সোনারঙা ধানের হরিদ্রা,
—শরীরে ধানগাছ-হিল্লোল।
ও ভাসে,
সবুজ জলের গভীর আতার আকুলতায় ভাসে।
ভুল নেই ওর অভ্যস্ত ছন্দের পূর্ণতায়।

আমি শহরে ফ্রয়েডীয় চরিত্র-বিশ্লেষণে তাকাই,
হাঁটি...অথচ ও তো কাছে ঘেঁষে না।
হিমশীতল জীবন নাকি?
না...না ...
সে কেমন করে হয়—
অমন মন-প্রাণ-ছন্দে যার রচনা।
হ্যাভেলক এলিস নাকি বলেছেন—।
সব বাজে,
সহজ বাতাসের সাম্যে তির্য্যক পিপাসার স্থান নেই
—এ হৃদয়ে বুঝি।
নতুন দিগন্তের সূর্য্য, ধান কাটা ছেলে
—কাদা ভরা আঠালো পথ, আর কাকের ডাকে জাগা—
মানুষের চোখের বিচারে
—নতুন মনস্তত্ত্ব।

খালি গা, কোমরে গাম্‌ছা পেঁচিয়ে
বেল গাছের ডালটা থেকে পুকুরে ঝাঁপ্‌—

চমকে গাভিনীর মত চোখ তুলে তাকায় ও :
আমি তখন কল্‌মি শাপ্‌লার স্বপ্নে।
আশ্চর্য্য! ও যেচেই এলো।
"তোমার নাম কি ভাই—"
শহুরে নামের ঢাকঢোল ছেড়ে
গ্রামের প্রাণের নামে জানাই—"কানাই!"
"কানাই...কানাই... কানুউ!"
"তুমি?"
"রানী।"
"রানি...রানি ...রানুউ।"
উন্মুক্ত হাসিতে চোয়ালের মরচে খসে পড়ে,
এসে পড়ে বহুখানি নিঃশ্বাস পাঁজরার বেলুনে।
"রানু।"
"উ।"
"আমি কল্‌মি, তুমি শাপ্‌লা—
জলমাছ মিতালি পাতাবে?"
পোখ্‌রাজের সূর্য্যে ও তাকায় আমার পানে।
"এই তুমি না...তুমি না...তুমি—"
"কি আমি?"
"জানি না যাও।"
মৃদু হাসিতে চুলের ঝাঁকিতে
মুক্তো মুঠি মুঠি রিনিঝিনি।

পরদিন।
আজ বিকেলে ফিরে যেতে হবে
—তির্য্যক পিপাসার দেশে।
মনের ঠিকানা নেই,
অলিন্দ-সাম্‌নের পুকুরে যদি থাকে।
"কানু...কানু ...কানুউ।"

শাপ্‌লা-রানু এসেছে—
জলেতে বুক ভাসিয়ে ওর কাছে।
“কানু, তোমায় আজ একটা জিনিস দেবো—বলত কি?”
“কি ক'রে জানবো—”
“আহা...বলই না—”
আমার হাতে শাপ্‌লা রানুর গোলাপ স্পর্শ!
অসীম বেদনায় অন্তিম গলা হ'তে স্বর বেরোয়
—“রানু।”
আমার ডাকের নতুনত্বে ও ফিরে তাকায়।
“আমি আজ চলে যাবো রানু—”
আবার সেই অদ্ভুত গাভিনীর দৃষ্টি—নির্মোক।
সাঁত্‌রে দুজনা পাড়ে উঠে বসি।
“কেন...কেন...কেন যাবে তুমি—”
হেসে ফেলি ওর বোকামিতে।
তারপর সব শব্দ হারিয়ে যায় পুঞ্জমেঘ শরতের আকাশে।

শুধু রানুর ঘন অন্ধকার গুচ্ছ থেকে
থেকে থেকে খসে পড়া মুক্তোর শব্দ
—টুপ্‌...টুপ্‌...টুপ্‌।
“চলি রানু, অনেক কিছু আবার গুছাতে হ'বে।”
অবাক হ'য়ে বেবাক তাকানো ওর গাভিনীর দৃষ্টি।
ডালিমের-ডানা-পাওয়া-ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে
“—কানু...শোন কানু...এই নাও...”
“একি, এযে মালা,
নাল ভেঙে ছাল টেনে টেনে গড়া।”
“তোমার জন্যে সারা সকাল ধরে কানু—”
বুকটা থর থর করে কেঁপে ওঠে—
“রানু...রানু...যেওনা যেওনা...রানুউ—
পরিয়ে দাও...পরিয়ে দাও আমায়।”

স্তব্ধ রানু ফিরে দাঁড়ায়,
এগিয়ে আসে,
তারপর পরিয়ে দিয়ে মালা—একাকার।
শুধু একটি মাত্র সাড়া,
রানুর অন্ধকার গুচ্ছ থেকে খসে খসে পড়া
টুপ্ . . . টুপ্ . . . টুপ্ ॥

॥ ও বরং জুড়িয়েই মরুক ॥

পাহাড়ের গায়ে কোন এক শৈলনিবাসে এসেছি
বুকের উত্তাপ জুড়াতে।
বুকের উত্তাপ দিয়ে ঐ রাস্তার ছেলেটিকে যদি বাঁচান যায়
তো এখনই করি।
কিন্তু ভয় হয়,
বুকের ঘুস্ ঘুসে জ্বরের উত্তাপ দিতে গিয়ে যদি
বুকের ব্যাসিলাইগুলো দিয়ে বসি?
না...না—
ছেলেটি না হয় জুড়িয়েই মরুক।
আমার ঝাঁজরা বুকের উত্তাপ দিয়ে
ওকে জ্বলতে দিতে চাই না—
চাই না দেখ্‌তে ওর ভেতর
মধ্যবিত্ত মানুষের লোভাতুর মনের
হ্যাংলা এষণার নানান বিভীষিকা।
গভীর শীতল শান্তিতে
জুড়িয়ে যাক ওর প্রাণ, ওর ক্ষুদ্র ভুবন—
ও বরং জুড়িয়েই মরুক॥

॥ নর : নারী ॥

শত শতাব্দীর চেতনায় তোমায় চেয়েছি
আমার সীমানায় বেঁধে ফেল্‌তে।
তোমার রূপ, প্রেম, মন, গন্ধ—আর সর্ব্বোপরি চৈতন্য
আমার পঞ্চভূতের মিলনে পায় পূর্ণ স্বাধিকার।
তোমার চুল, চোখ, কপোল,
স্তন, পেট, নিতম্ব, যোনির চেতনার
আমিই সেই উন্নত উৎস, উদ্ভুত উল্লাস :—
সেই শুধুমাত্র এক,
কোটি অর্ব্বুদ জীবকোষের মাত্র এক আণবিক উন্মাদনা,
আমার সীমানায় সম্পাদিত হ'য়ে
সাবিত্রী জন্মের সাধনায় জাগে।

তুমি নারী।
তুমি প্রবলা—এ জানি।
তুমি অনন্ত গভীর প্রত্যয়ে,
এক সুবিশাল সামঞ্জস্য এনে দিতে চাও,
বেঁধে দিতে চাও সাতটি সুরের সম্পন্নতায়
অর্ণব মনের পুরুষ বাসনাকে।

তোমার রঙীন সুতার রক্তাভ বন্ধনে,
জীবনযুদ্ধে যে শরাবের চেতনা আনে—
তা যদি এ পৃথিবীর বুকে না থাক্‌তো,
তবে তো জানি, পৃথিবীর জন্মই হত না,
জাগ্‌তো না কোন সভ্যতা—
কোথায় থাক্‌তো বিংশ শতাব্দীর প্রেরণা?

শতাব্দীর সীমানায় তোমায় আমি বেঁধে ফেল্‌তে চেয়ে
নিজেই প'ড়ে গেছি চির-বন্ধনে।
আমি যে পুরুষ—
আর তুমিও তো নারী॥

॥ সবুজ পাতা

হলুদে ফুল ॥

একটি সবুজ পাতার হাসিতে ভেবেছিলাম মিশে হ'য়ে যাব একাকার।
হারিয়ে যাবে চিন্তার ডালি।
শুধু সবুজ,
আর হলুদে ফুলের প্রাণের মত
ফুটে ওঠা গভীর সবুজের সাম্রাজ্যে।
রৌদ্রের আলো,
তারার ঝিকিমিকিতে ভরা রাত্রি,
প্রাণের বিশ্বাস,
আর আত্ম-উপলব্ধির গভীর বিপুল উন্মাদনায়
চলে যাব সত্যের সেই একান্ততার পথে।

আমি একেলা সে পথে শুধু যাব না,
সবুজ পাতাটি, হলদে ফুলটি সাথে যাবে
প্রতি গাছে প্রতি পল্লবের সত্য-উপস্থিতির ছন্দে ছন্দে।

আমি তো চাই না সেখানে যেতে,
যেখানে সবুজ পাতা, হলুদে ফুল নেই।
হোথা যত গম্ভীরই হোক,
জ্বলুক যতই ধূপ ধুনা—
বাজুক যতই শঙ্খের মহানির্ঘোষ,
বেদের মন্ত্র—
আমি তো ওখানে যাবো না।
আমি যাব সেই পৃথিবীতে,
যেখানে কবিতা প্রেমের তপস্যায় বিষণ্ণ;

যেখানে যুবক বুকের তপ্ত রক্তের ফোঁটায়
ফোটে অন্য প্রেমের রক্তগোলাপ।
সেই দেশে, সেই পৃথিবীতে আমি যেতে চাই,
নয় সেখানে,
যেখানে সবুজ পাতা হলুদে ফুল নাই॥

॥ একটি অনার্য্য চিন্তা ॥

ঘন সুপ্তি দিয়ে ঢেকে দিতে চেয়েছিলেম মনটাকে,
এক বিশিষ্ট স্নিগ্ধ সন্ধ্যার মাঝারে।
তামাটে আকাশে ঘরে ফিরে যাওয়া পাখীর কলতান—
নিবিড় ছন্দের পথে কোন আগুয়ান স্বপ্নের মত—
ছড়িয়ে চলেছে দূর পথের এক কুহেলী সংসারের মায়ায়।

বহুদিনের পুরানো এক বিবর্ণ পাণ্ডুলিপির বুকে
আরশোলা আর ইঁদুরের গন্ধ।
ধূসর আলো, চোখের শক্তি কেড়ে নিয়ে উপহার দিল
এক গুচ্ছ কবিতা।
প্রেম, ঘৃণা, কামনা, বাসনা, হিংসা আর শত প্রতিবাদের
সে এক জ্বলন্ত অধ্যায়!
এক উদাসী, মনবিলাসী মানুষের চরিত্র
ফুটে ওঠে আমার সাম্‌নে :
ফুটে ওঠে আদিম বাসনায় প্রলেপিত নানান কাহিনী
সেই সহস্র বছরের এক সিম্ফনীর সুরে।
ঠিক সেই, বহুদূর সেই—
আদিম মানুষের সভ্যতার আরম্ভে—
মিশর, ব্যাবিলন, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পার সমাজের গন্ধে
—সেই এক।
সেই একই ধারায় মানুষ মিটিয়ে চলেছে তার পিপাসা
—নানান আঁধারের মাঝে নিজেরে লুকিয়ে।

কিন্তু মানুষের কিসের ভয়?
কেন সে নিজেরে ঠকায়ে এষণার মৌতাতে মজে—
কেন?
সেই তো এ ধরার প্রভু।

বাসনার মূর্ত্তি
লজ্জা ভয়ের সংমিশ্রণে কেন গড়েছিল—
আর এখনও কেনই বা চলেছে গ'ড়ে সেই একই ছাঁচে!

তাই প্রশ্ন জাগে,
মানুষ কি নিজেরে চিনেছে?

॥ সনেট ॥

ধূসর আকাশের শীর্ণ সন্ধ্যা, শতায়ু বায়সের
ডানায় এলো নাকি। জীবনসমাপ্তি সাথে, নূতন
জীবনের শিহরণে, কোন কোকিল-ছানা স্পন্দন,
সিন্ধু-বারোঁয়ার মুগ্ধরায় প্রাণ সঞ্চার প্রয়াস,
ভয়ার্ত্ততার বেদনায়, স্তব্ধ সে সুর সাধনায়
উঠিল বাজিয়া। সে স্তব্ধ কোন সুর, রাত্রির ঘন
আকাঙ্ক্ষায় নিজেরে চাপিয়া চেয়ে রয় সাহারায়।

মৃদু আশাবরী রাগে রঞ্জিত সজনী প্রত্যুষের
স্নিগ্ধ বাতায়নে, বহু মানুষের তরে এনেছিল
ডাক। গভীর স্বতন্ত্র স্বাধীনতায় স্পন্দিত সেই
উদাত্ত সুর, দিকে দিকের প্রান্তে, শ্রান্ত পথযাত্রা-
বেদনায়, প্রেরণা দিয়েছে বহুদিনের ঐতিহ্যে।
আজিও তাই ঊষর মরুর ধূসর সন্ধ্যা বেচে,
সে জীবন সাধন, এ জীবন বেদন প্রেরণায়॥

॥ এ্যানি হ্যাথাওয়ে ॥

তুমি আমার জীবনে অদ্ভুতভাবে এলে।
এ'যে আমার আত্মার নিপীড়নে,
তোমার সৌন্দর্য্য-প্রেম প্রতিষ্ঠা—প্রিয়া!

তুমি এসেছিলে আমার অনেক আগে,
এ পৃথিবীর প্রথম জাগরণে।
আমায় তুমি বলেছিলে,
"দেখে আসি এক ছায়াঘন নিবাস,
তারপর তুমি এসো।"
কিন্তু এযে পৃথিবী প্রিয়া—
এখানে যে নানান আইন, নানান বাঁধনের বন্যা।
এখানের মতে,
হৃদয় দেওয়া নেওয়া নাকি বাধা আছে,
নির্দিষ্ট সময়েব সাথে সময়ের।
এখানে তোমার আমার বুকের কান্নার কোন দাম নেই।

কেন এলে প্রিয়া
ঐ নির্দয় পৃথিবীতে ঘর বাঁধতে?
এখানে যে তোমার আমার মিলন হবার নয়।

॥ অন্যমন ॥

তোমাকে হৃদয়ের পুণ্য পূজার অর্ঘ্য দিয়েও
তোমার আবাহন আমি করব না।
শান্ত তোমার ক্লান্ত আঁখিতে,
আমার মনের ছায়া পড়লেও
—দেহের ছায়া ফেল্‌বো না।
তোমার কুণ্ঠিত কৃষ্ণ কেশে
আমার ভালবাসার গভীরতা জানাতে,
—আঘ্রাণ কোনদিন নেবো না।
তোমার নিতল কপোলে
আমার দুরন্ত প্রাণের স্পন্দন
এঁকে আমি কোনদিন দেবো না।
তোমার শ্বেত-কপোতের মত শুভ্র-বক্ষে,
আমার কুহেলী শ্রবণ ইন্দ্রিয়,
—কিছুই শুন্‌তে চাইবে না।

কেবল তোমার রক্তাভ পায়েব উষ্ণ উত্তাপে,
আমার মর্ম্মরিত ঠোঁট—একবার শুধু স্পর্শ পেতে চাইবে॥

॥ প্রাপ্য ॥

কবি হিসেবে বেশ বড় গোছের এক হাঁকডাক
হয়েছে আমার।
সেই লাজুক ছেলের আলস্য আর নেই,
এখন আমি বিদ্রোহী কবি—মানসবাবু।
বহু স্তাবকের তুচ্ছ চিঠি ডেস্কে প'ড়ে ঘুমায়,
তারপর অজান্তে চলে যায় ওয়েষ্ট পেপার-বাস্কেটের অন্ধকারে।

গম্ভীর এক সকাল,
ধূমায়িত চা নিয়ে ডেস্কে এসে বসেছি।
পুজো এসে গেছে—
সাথে এনেছে পাব্লিশারের কলকণ্ঠের তাগাদা।
প্যাডের তাড়াটা টান মেরে দেখি একটা নীলাভ খাম,
দিন চারেক এসে পড়ে আছে।
মৃদু রোমান্সের গন্ধ পেয়ে
কেন জানি এটাকে খুলবার ইচ্ছা জাগে।

"মানসদা, আপ্নি তো এখন এক বড় কবি,
তাই ভয়ে ভয়ে লিখি,
একদিন আসবেন এখানে?
আমি এখন দু'টি ছেলের মা—আসুন না একদিন এখানে।
আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়ে অভ্যর্থনা করব।"

চিঠিটা মুড়ে, ঠোঁটের কোণে এক ঝলক হাসি নিয়ে ভাবতে বসি,
অপর্ণা...
মানে কলেজের সেই দাম্ভিক মেয়েটা,
যাকে অনেকের মত আমিও—

যাক্‌গে ওসব পুরানো কাঁচা মনের তুচ্ছ ইতিহাস।
কিন্তু হঠাৎ আদিম এক রিপু নাড়া দিয়ে ওঠে,
'শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়ে অভ্যর্থনা!'—এত বড় দুঃসাহস।

সেদিন দুপুর দুটোয় ঢাকুরিয়ার এক বাড়ীতে কড়া নেড়ে ওঠে।
"একি, মানস...মানসদা—
কি সৌভাগ্য আমার, আসুন ভেতরে আসুন।
কই বৌদি কোথায় মানসদা?"
"বৌদি, তোমার এখনও হয়নি অপর্ণা।
যাক্‌গে, সময় আমার দারুণ কম,
আমার প্রাপ্যটা পেলেই চলে যাই অপর্ণা।"
"প্রাপ্য?"
"হ্যাঁ...কেন ভুলে গেলে,
তোমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়ে অভ্যর্থনা করবে লিখেছিলে।"
"ওঃ...তা বেশ বলুন না, কি চাই আপনার,
আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ কি ব'লে মনে হয়?"
প্রচণ্ড দম্ভে, নিবিড় আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলি,
"আমি তোমায় চাই অপর্ণা—তোমার ইজ্জৎ!
—নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ—
খুলে দাও বস্ত্র বাঁধুনির তুচ্ছতা, ভরিয়ে দাও আমার আকাঙ্ক্ষা।"

নীল হ'য়ে গিয়ে দেওয়ালে সেঁটে দাঁড়ায় ও।
অট্টহাস্যে ভেঙ্গে পড়ি আমি—"শত হোক বাঙালী মেয়ে তো,
বাক্য আছে ঝুড়ি ঝুড়ি।"

হঠাৎ ও পাগলের মত ছুটে যায় পাশের ঘরে,
তারপরই প্রচণ্ড বেগে এসে ঢোকে—
"এই নিন...ধরুন, দাঁড়িয়ে কেন—

আমার দুই সন্তান, কল্‌মি আর শাপ্‌লা—
আমার ইজ্জতের শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর, আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।"

থর থর করে কাঁপ্‌ছে অপর্ণা বেতসপাতার মত।
চুপ্‌সে গিয়ে কোনক্রমে বাড়ী পেঁাছে দেখি,
দাঁতের গোড়ায় কিসের যেন ব্যথা।
ডাক্তার দেখে হেসে বলে, "আশ্চর্য্য মশায়,
এত বয়সে উঠ্‌ছে দেখি আপনার আরো দুটো দাঁত
যাকে চল্‌তি কথায় বলে—আক্কেল মাড়ি।"

॥ সুকান্ত ॥

সুকান্ত, তোমার পিঠে হাত দিয়ে আমি যাবো তোমার সাথে।
"ছাড়পত্রের" আঘাতে ছিন্নমূল মিথ্যা বেসাতীর ধ্বংসে
—তোমার আমার পরিচয়।
"তুমি নাকি মারা গেছ?"
শুনি নিবিড় অবিশ্বাস নিয়ে—না মারা তুমি যাওনি,
আমি তোমার পিঠে হাত দিয়ে যাবো যে ভাই?

তুমি কিশোর, তুমি আমাদের প্রতিনিধি।
তুমি চির-কিশোর হ'য়ে,
কিশোর-কাহিনীর নায়কের অভিনয়ে অনির্বাণ শিখার মত জ্বল্‌বে।
না, মরণ তোমার নেই সুকান্ত, মৃত্যু তোমার নেই—
তোমার পিঠে হাত দিয়ে আমি যেতে এসেছি যে ভাই।

যাবো সেই রাজ্যে,
যার স্বপনে তোমার আকূতি রুদ্রস্বরে উঠেছিল বেজে
নবচেতনার উন্মাদনা নিয়ে।
আমি ঠিক জানি,
মরণ তোমার হয়নি সুকান্ত, মরণ তোমার নেই।
আমি যে তোমার হাত ধরে যেতে এসেছি ভাই॥

[অচলপত্রে প্রকাশিত]

॥ ইতিহাসের জন্ম ॥

ঝড় নেই,
নেই দাবাগ্নি।
অনুপম শান্তিতে বিবশ চেতনা,
ধূসর আকাশের পানে
বার বার ফিরে চায়—
কি যেন খোঁজে।
বুকের নিস্পন্দ নীল ধমনীর লাল রক্ত
সম্মানের চেতনা নিয়ে নবাঙ্কুরের ডাকে নেচে ওঠে।
তারপর ছুটে চলে দূরে—বহুদূরে,
যেখানে চেতনার সাড়া হারিয়ে গিয়ে
মন, বিষণ্নতায় আধো-অন্ধকার।
সেই বিবশ সত্বার নিধিহারা স্বপ্নে
তীব্র গতির অলব্ধ শান্তি ফিরে আসে—
রক্তঝরা সন্ধ্যার শান্তিতে
—রাত্রি।

সেই নিথর শান্তিতে হঠাৎ
মনের পিপাসায় ধরা পড়ে
—ইতিহাস।
মনের আনাচে কানাচে
মধ্যযুগের বীর্য্য সজনীর সঞ্জীবনী,
মৃত্যুর কোন ভয় নেই তায়
—শুধুই রোমাঞ্চ।
নারীর সৌন্দর্য্যপিপাসু পুরুষের চিরন্তনী অভিনন্দন
আনন্দ-রক্ত-মনবনের মাঝে
বাজে,
নাচে অহল্যার অভিশাপ নিয়ে।

আর মরে গিয়ে বেঁচে থাকে
—নতুন মানুষের ইতিহাসে।

সেই ইতিহাস,
ক্লান্ত গুধ্যু জীবনের মত
জমে ওঠে প্রান্তরের কোণে :
জেগে ওঠে পাহাড়,
ধূসর আকাশের জন্ম।
মনের বাতায়নে বার বার ধরা প'ড়ে,
জাগায় শার্দূল চক্ষু।
কেন ?
মানুষ খোঁজে, খুঁজে ফেরে,
—অবশেষে জানে।
নতুন মানুষের করুণায় গ'ড়ে ওঠে,
পুরাতন জীবনের পরিহাস
—গ'ড়ে ওঠে ইতিহাস॥

॥ প্রিয়তমাসু ॥

তুমি আমার এক জান্তব বিস্ময়!
তুমি অসীম অক্ষয় পিপাসার মত,
আমার অধরে বিলীন হ'য়ে যাও,
এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় মোর প্রতি রোমকূপের সত্যে
উন্মত্ত বিষাণ বাজে।

তুমি এসো,
আমার শরীরের প্রত্যেক রোমকূপের সত্যতা নিয়ে এসো।
তুমি দাবানলের মত আমার মনের জ্বালার পিপাসায় এসো—
এসো শ্রাবণের স্নিগ্ধধারায়,
প্লাবনের দামাল আপাত উচ্ছৃঙ্খলতায়
—তুমি এসো পূর্ণ হ'য়ে।

প্রিয়া, তুমি আমার কাছে এক জান্তব বিস্ময়!
আমার উদগ্র বাহুর নিগূঢ় আকর্ষণে, বুকের নিবিড় স্পন্দনে,
তুমি গভীর উত্তপ্ততার বাসনায় হারিয়ে যাও,
মিলিয়ে যাও আমার নির্ভীক অস্তিত্বে।
তোমার নাম তো শুনেছি প্রিয়া,
শুচিস্মিতা অনিন্দিতা—
তোমার মাঝে আছে নাকি দময়ন্তী সাবিত্রীর অস্তিত্ব :
আমি কিন্তু সত্যবান নই,
আমি বিংশ শতাব্দীর পুরুষ।
মুহূর্তের প্রতি স্পন্দনে আমার আকাঙ্ক্ষা।
আমি তোমার গভীর নিবিড় স্তনের তলের অন্ধকারে লুকিয়ে যেতে
চাই না—
চাই না তোমার-কৃপায়-দেওয়া প্রাণ।

আমার উদ্ধত জয়গান—
আদিম তিমিরের গহীন নিতল সেই মহেঞ্জোদারোর সভ্যতায়।

অনিন্দিতা,
তুমি স্নিগ্ধা তপতীর মত,
আমি তপন—
আমি দারুণ বেগে
তোমায় ছিনিয়ে নিয়ে যাবো পৃথিবীর এ প্রান্ত হতে ও প্রান্তে—
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরের বিস্ময়ের অন্ধকারে।
মরুর ঊষর বালুর ঝড়ে,
তুমি আমার বুকে একাকার—
সমুদ্রের বিল্লোল কল্লোলের মাঝে,
তুমিই আমার কণ্ঠহার—
আমি বিপ্লব, আমি রক্ত
আমি অশনি, আমি ক্লোত্ত্ব,
আমি অযুত ব্যাভিচারের নারকীয় চেতনায় মদমত্ত—
তবুও তুমিই আমার নির্ভীক বুকের আর্ত্তনাদে
কোটি চুম্বনের সমাহার।
প্রিয়তমাসু, তুমি আমার। একান্ত ক'রে আমার বুকের রক্তাভ কল্‌জের
অন্ধকারের আমার
—আমার ভালবাসার আমার॥

॥ এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা ॥

[সুবোধ : একটি মহান্ প্রাণ : তার উদ্দেশ্যে]

বন্ধু, তোমার পত্র দু'খানি,
যথাসময়ে এসে বাজিয়েছে মোর অন্তরবীণা।
ক্ষুব্ধ এ জীবন ছিল নিধিহারা—
এবারে তার তারের ঝঙ্কার।
তোমার প্রেমময় প্রথমা, অনামিকা, মধ্যমা—
সাথে বৃদ্ধা রঞ্জনা
—রাঙি দিল নতুন বসন্তের মহুয়ায়।

বন্ধু, তুমি সুন্দর দূরের হৃদয়—
বহুদূরে—
যেখানে আমার দৃষ্টিপথ গিয়েছে হারিয়ে,
দূর সেই—
আসমান্ যেথায় আভূমি সেলাম জানিয়ে
হারিয়ে গেছে নিজের সৃষ্টিরই প্রেমে।
সেখানে তোমার বসবাস।
যেখানে সূর্য্য ডোবে, চন্দ্র অস্ত যায়
—আর মুঠি মুঠি তারার গুঞ্জরণ।
ওখানের রঙ লাল।

হৃদয়রক্তের পরশে অপূর্ব বাঙ্ময় সে ধরিত্রী,
তাই দেখি—অবাক বিমুগ্ধ হয়েই দেখি—
সে সাঁঝের আর রাতের লাল হ'য়ে যাওয়া আস্‌মানে।
বন্ধু, তোমার সেথায় বাস
সে রক্তিম আত্মার বিস্মরণে তোমায় নমস্কার।
বন্ধু তোমায় কোটি নমস্কার।
হৃদয়বীণাখানির যে অসীম ঝঙ্কার,

অনন্তের সন্ধানে তুমি মিলিবারে চাও,
তোমার রক্তিম দেশের মত,
—সেইখানে।
সেইখানে বার বার অসীমার চাওয়ার মন্ত্র
অশান্ত অভ্যুদয়ের অব্যক্ত ব্যঞ্জনায় বধির হ'য়ে চলেছে বেজে।

আমি জানি বন্ধু,
তোমার ঐ রক্তিম হৃদয়ে,
যেখানে হৃদয়রক্তে মাখামাখি—লাল;
নিশ্চয়ই জেনেছে, কেঁদেছে অনেক।

ধন্য আমি, ধন্য বন্ধু।
তোমার করুণাসিন্ধু
আমায় বিহ্বল ক'রে দিল অবিস্মরণীয় এক রাত্রির প্রতিশ্রুতিতে।
আমি ঠিক জানি,
তুমি নিছক উড়িয়ে দেবে আমার ভাষাহীন ব্যথা—
এযে তোমার নিত্যের নিরর্থক সমস্যা।
কিন্তু তবুও বন্ধু,
আমার হৃদয়ের নিবিড় অমাবস্যার অন্ধকার
কবে যেন বাজিয়েছিল মঙ্গলশঙ্খ।
সাঁঝের সে বেলায় তোমার স্পর্শ—
মোর বন্ধ্যা হৃদয়ের আলে—আল্‌তোভাবে।
আর অবাক!
সেই ভিজে আলে দেখি ফুটে আছে বর্ষার রাতে
—একগুচ্ছ রজনীগন্ধা!
আমার সারা সুরের, সারা রূপের, সারা ভালবাসার, সারা সুখের দুঃখের
সীমানা গুটিয়ে শুধু এইটুকু—
মাত্র এই-ই...সামান্য—অসহ্য অল্প
—একগুচ্ছ রজনীগন্ধা॥

॥ নিশি এষণা ॥

তোমার কৃশ কমনীয়তার মধ্যে,
কি যে লুকিয়ে আছে বুঝি না—
আননের অনবদ্য ত্রিধারা সীমানা
লুকিয়ে আছে তোমার গায়ের গন্ধে।
ঘন উষ্ণিষে ঢেকে চল তোমার বন্যা,
সম্পন্নতার সুর নেই তায়—
আছে বিশীর্ণ চেতনার উদয় :
মরণের পথে ছুটে চলে ভাবো-ধন্যা।

তোমার কৃশ কমনীয়তার মধ্যে,
কি যে লুকিয়ে আছে বুঝি না।
সঞ্চয়ের সাধ্য অমৃত দিয়ানা,
দিব্য ছাড়ি চলে, দিগন্তের রন্ধ্রে।

রাত্রিতে নেই ফাল্গুনীর শুম্ভ
শুধু ঘন এষণার মৌতাত,
রিন্ন জন্ম নারী পুরুষের অথর্ব্ব মিলাত,
দিনে অশনি আপ্ত নিশুম্ভ।

তোমার কৃশ কমনীয়তার মধ্যে
কি যে লুকিয়ে আছে বুঝি না।
ধ্মাত ধ্বনির মিড় মৃদু বেদনাও জাগায় না,
—শুধুই গমকের গর্বিষ, গৃহের গদ্যে
রচিত হ'য়ে চলেছে মৃত্যুর আঙিনা।

কি যে লুকিয়ে আছে তোমার কৃশ কমনীয়তার মধ্যে
—তারে না জেনেও ভাল না বেসে পারি না॥

॥ রক্তসন্ধ্যা ॥

সামান্য এক নারীর জন্যে,
তোমার এত উচ্ছ্বাস কেন কবি?
তোমার তো অনেক দায়িত্ব।
সাধারণ মানুষের সাথে থেকেই,
তোমায় অসাধারণ কাজে নাবতে হ'বে।
তোমার মুখের পানে চেয়ে আছে কোটি মানুষের ভাষাহীন বিশীর্ণ
রক্তসন্ধ্যা।
না কবি,
তোমার তো ছোট ছোট চাওয়া পাওয়ার দাবিদার হওয়া চলে না।

কবি, তোমাকে হ'তে হ'বে নীলকণ্ঠ।
পৃথিবীর যত অশনি বিষ,
তোমারেই আকণ্ঠ পান ক'রে
—নির্বিষ নবভাষায় গাইতে হ'বে গান।

তুমি মহান্-প্রাণ সত্যবান।
সত্যবন্ধ সত্যব্রত সত্যপ্রিয়তাতেই তোমার সত্ত্বার পূর্ণ পুণ্যতা।
তোমার দুরন্ত প্রাণের প্রাচুর্য্য,
আজি শপথের শৃঙ্খলে বাঁধি'—
জানাতে হ'বে জীবন্ত জিগির—
যত রিরংসামত্ত মরণ-জন্ম বিষাক্ত বাতাসের বিরুদ্ধে।

আমায় তুমি ক্ষমা কর কবি,
বড় লজ্জায়, বড় দুঃখেই তোমায় একথা বল্‌তে হোল ভাই।

তোমার সবুজ প্রাণে, রক্তঝরা সন্ধ্যার সানাই
আমাকেই বাজাতে হোল মহাক্ষুদ্রতায়।
তোমারই দুর্ভাগ্য—
তোমার জন্ম হোল এ খিন্ন দেশের দাবাগ্নি দহনে।
পারো তো আমায় ক্ষমা কোরো কবি॥

॥ জীবনের গান ॥

নতুন জীবন সন্ধানে,
তোমার উষ্ণ পরিচয়ের সীমানায়, নিজেকে চেয়েছি বেঁধে ফেল্‌তে।
তুমি এক আতার বিলের বিশাল ধরা,
কামরাঙা পাখীর ডানার রঙে চোখ তোমার।
কপোতের পায়ের মত ঠোঁটে, বহু রক্ত চেতনার আভাসে,
—বহু গভীরতার শান্তি!
সে নয়া সংসারে নেই জড়ত্ব বন্ধনের তুচ্ছতা,
নেই তায় তাপ, উত্তাপ,
শুধুই দুই গোত্রহীন হৃদয়বাঁধনের তীব্র মৌতাত—
শরীরের লাল রঙে—সবুজের সোনারঙা ধান।
আমি ভাঙ্‌গ্‌বো, তুমি ভাঙ্‌গ্‌বে—
আমার তোমার সন্তানেরা ভাঙ্‌বে;
ওরা হাস্‌বে, ওরা ভালবাস্‌বে।

জীবনের জরা বাঁধন,
ওরা মান্‌বে না—
ওরা জান্‌বে না ভয়;
ওরা মৃত্যুর সীমানায় প্রাণের গান গাইবে।
আমি ধান ভাঙ্‌বো, তুমি ধান ভাঙ্‌বে।

রাত্রিতে পেঁচার আক্রোশ, আর শিয়ালের আর্ত্ততায়,
হৃদয়-ঝঙ্কারে তোমার আমার,
শান্তি নেবে আস্‌বে।

স্রোতের বদলে বন্যার বঞ্চনা চাই না,
ভালবাসা তাই মোহময়ী না হ'য়ে
অনন্ত সম্ভাবনার বিপুল প্রশ্নে শান্ত হ'য়ে রইবে।
আমি বাঁচ্‌বো, তুমি সাথে বাঁচ্‌বে,
আমি ধান ভাঙ্‌বো, তুমি সাথে ভাঙ্‌বে॥

॥ ব্যভিচার ॥

একটি বর্ত্তমানের টাট্‌কা ভালবাসা,
অতীত স্মৃতি-রোমন্থনের তরে ফেলে দিতে হোল।
আমার মনের অঙ্গার এখন রক্তাভ,
ও জুড়িয়ে গেছে—
আমাকেও তাই নিভ্‌তে হবে, চুপ্‌সে যেতে হ'বে রাতারাতি।
নয়ত,
হয়ত 'সেণ্টিমেণ্টাল ভূত' বলে বন্ধুদের গাল
মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌বে মহাযন্ত্রণায়,
আমার নিঃসঙ্গতার ত'রে নিবিড় আকুতি সত্ত্বেও।

ওরা হাস্‌বে,
হাসাতে আমারেও চাইবে,
মত্ত হুল্লোড়ে পৃথিবীকে তুড়ি দেবার ব্যর্থ কাঙাল অভিনয়ে
মত্ত হ'য়ে উঠ্‌বে,
আমার মন আর দেহের জর্জরিত ব্যভিচারে।

আমি তখন নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে
আকুল মনকে খুঁজে পেতে চাইবো,
অথচ নির্মমভাবে তারে পা'ব না।
ব্যভিচারে ক্লান্ত দেহযান, উৎপাটিত হ'বে ক্লীব কামনার অন্ধকারে,
আর আমার চেতনার মৃত্যুতে॥

॥ চৌঠা বৈশাখ ॥

বৈশাখী রঙ এসে জানিয়ে দিয়ে গেল দিনের শেষে,
আজ চৌঠা বৈশাখ,
—আমার জন্মদিন।

মনমিতাকে জানিয়েছিলাম নিমন্ত্রণ।
এসেছিল;
হাতে রক্তগোলাপের গুচ্ছ—
তা'তে হৃদয়রক্তে মাখামাখি—
আর চোখে আকুতি—ভালবাসা।
আজ চৌঠা বৈশাখ—আমার জন্মদিন।

কুহেলী রাতে, ঝড়ের প'রে উঠলো ফুটে কত তারা রিনিঝিনি।
বুকভরা ভালবাসার রক্তগোলাপ, শাশ্বত এ প্রেমের স্বাক্ষর,
রইল চিরকালের তরে।
চৌঠা বৈশাখের ঝড়ো রাতে,
ওর ভালবাসা—আমার জন্মদিন।

মনমিতা তারপর চলে গেল।
চোখের জলের পিপাসা বিদায়ক্ষণে অসীম।
চুম্বনের ঘন-রক্ত-ঠোঁট অলক্ত হ'য়ে ওঠে ওর মলিন কপোলে।
আজ চৌঠা বৈশাখ—আমার জন্মদিন।

সাতই মনমিতার বিয়ে,
আমার সাথে নয়, অন্য কোনখানে॥

॥ শুধু একটি গন্ধরাজ গাছ ॥

তুমি ভালবেসে আসতে চেয়েছ আমার কুঁড়েতে,
কি করি বলত? কোথায় তোমায় রাখি?
বুকের রক্ত দিয়ে যদি মেজে দেই কুঁড়ের দেওয়াল
—তবে কি হয়?
আচ্ছা প্রিয়া—
সারা জীবন তোমার রূপ যদি হয় আমার পাণ্ডুলিপি,
—তবে কি হয়?
নাঃ, সে বোধ হয় হবার নয়।
তুমি অনেক অনেক বড়, অনেক অনেক সুন্দর।
ভালবেসে চেয়েছ আমার কুঁড়েতে আসতে
—কি করি বলত? কোথায় তোমায় রাখি?
তোমার স্নিগ্ধ নিতল পায়ের পাতা,
কেমনে পড়বে আমার ঘৃণ্য মেঝেতে?
নাঃ, এ অসম্ভব—এ হবার নয়।

কিন্তু, প্রিয়া, আমার বুকের কল্‌জের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত,
তার কি কোন দাম নেই?
আমার সারা জীবনের পাণ্ডুলিপি—
সেও কি তুচ্ছ?
কি জানি হয়ত তাই।

অসীম চিন্তা, কি করি বলত—কোথায় তোমায় রাখি?
কিন্তু...হ্যাঁ, আছে প্রিয়া, আছে মাত্র একটি,
কেবলমাত্র, শুধু একটি গাছ—গন্ধরাজ!

তোমার কবরীতে বাঙ্ময় হ'য়ে উঠ্‌বে ;
অদ্ভুত, অনন্ত, অসীম অবাক বিস্ময়ে!
আস্‌বে...আস্‌বে প্রিয়া,
শুধু কিছু গন্ধরাজের লোভে?

॥ অব্যক্ত ॥

ফুলগুলো সব ঝরে গেছে,
জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে মৃত্যুর সাথে পেতেছে পাঞ্জা।
অমৃত ওরা পেল না—
তাই হোল না ওরা অমর--
অথচ জীবনযুদ্ধে ওরা তো পরাজিত হয়নি।
ওরা যে সর্ত্ত নিয়ে এসেছিল,
সবই তো এঁকেছে নিজেদের শরীরে নিবিড়ভাবে।
ওরা তো খেয়ালির মত
হারিয়ে যেতে পারতো মৌসুমী হাওয়ায় বুক ভাসিয়ে,
কিম্বা বৃষ্টির নিটোল ফোঁটার আমন্ত্রণে।
ওরা তো কুঁড়িতেই শুকিয়ে যেতে পারতো,
অরুণের তীব্র তেজের কটাক্ষরে কবুল করে।
কই, তা'তো ওরা করেনি,
তবুও অমৃত ওরা পেল কই?

অথচ ওদেরই এক সগোত্র,
রাজপুত্রের বলিষ্ঠ হাত থেকে—
রাজকন্যার ভীরু রক্তাভ বুকের অন্ধকারে,
চিরকালের অমরতায় একাকার হয়ে রইল।
রাজকন্যে তো ফুলটাকে ঝরতে দেয়নি—
প্রিয় কবিতা বইটির আনমনা পাতাটির ফাঁকে দিয়েছে রেখে।
ওতো শুকিয়েও হোল না সারা,
এখনও তো ওর গায়ে রাজকন্যার বুকের গন্ধের নেশার বুদ্বুদ।
ওর তো মৃত্যু হোল না,
ও যে চিরসাক্ষী হ'য়ে রইল একটি সত্যের।

কিন্তু কই,
পাশের ফুলটাতো রাজকন্যে বুকের একান্ত অন্ধকারে ঠাঁই দেয়নি,
চায়নি ওকে চিরকালের ক'রে রাখ্‌তে?
অথচ ও তো ফুটেছিল একান্তই নিবিড়ভাবে।

॥ পাথরের পদ্ম ॥

প্রকৃতির মাঝ হ'তে যেতে গিয়ে দেখি,
বার বার হারিয়ে গেছিলাম ধানের শীষে—
অবারিত প্রান্তরের নিঃসীম শূন্যতায়।
নির্বেদ এক চেতনা গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে
বোধের মৃদু শৃঙ্গারের নিবিড় অনুভূতিতে।
পাশের সীটের অষ্টাদশীরে তখন মনে হয়,
একখন্ড মেঘ—
নীলাভ আকাশে বেপথুমান যৌবন।

নতুন রাস্তা তৈরীর কাজে,
বিপুল যৌবন-শ্রীফল নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত সাঁওতাল রমণী,
মাঝে মাঝে
ঢিমে তেতালা সুরের পর্দারে বিকল ক'রে দিয়ে,
—আর্ত্তনাদে নিয়ে চলে অবলীলাক্রমে।
অষ্টাদশী তখন আঁচল টেনে চেপে ধরে নিজের গোলাপী বুকের বন্যতাকে।

প্রান্তরের বাতাস ব্যর্থ আক্রোশে মুখ ঘষে ঘষে সারা।
আবার নির্বেদ চেহারাটায় ফিরে যাই।
মাঝে মাঝে হাসি পায়।
দুষ্টুমিভরা চোখে
অষ্টাদশীর স্কন্ধের পেলবতায় অনুভূতির স্পর্শ রাখি।
ও বোঝে,
রক্তাভ হ'য়ে ওঠে যেন নিতল পেশীর চন্দ্রিমায়।

কোণারক এসে গেছে!
অতীতের মনের যত ইতিহাস ঝেড়ে পুঁছে,

মৌলিক হ'য়ে উঠি।
গাছের আবডাল হ'তে সরে এসে দেখি,
দাঁড়িয়ে আছে—
কালো কৃষ্ণ অন্ধকার কীরিণ্ডার মত
বিপুল কোণারক।
পাগলের মত ছুটে যাই ওর কাছে।
তারপর বুঝি নতুন এক মনের অবস্থা,
স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, বন্ধু, শুভার্থী কেউ নয়
—কেবল আমি একা,
বিপুল নিস্তব্ধতা ঘিরে থাক আমার চারিপাশে।
আর শত সহস্র শৃঙ্গার মূর্ত্তি।
মদনশরে জর্জরিত প্রাণে
মিলিত মিথুন মূর্ত্তির ভিতর
শত সহস্র বছর যে যৌবনসুখ দীপ্ত,
—তা'তে ফিরে যেতে চাই!
আমি যে মানুষ—
ঐ তীব্র অনুভূতি ধরে রাখি
সে সাধ্য কোথায়!
কোটী বছর ধরে কত সহর জ্বলে গেছে, গেছে কত মন,
কামনার দীর্ঘনিঃশ্বাসের বাতাসে একাকার হ'য়ে!
অথচ অবাক—
কত শতাব্দী ধরে ওরা সম্ভোগে শান্ত।

ভগবান,
তোমার কালদূত, ঐ নীলাভ সরসী তো পারেনি,
ও নিজেই দেখি পরাজিত হ'য়ে সরে গেছে দূরে।
পাথরের ভাষার বুকে মাথা ঠুকে বুঝি,
আমি দুর্বল...আমি দুর্বল...আমি নিতান্ত রক্তমাংসের ভূত—
কিন্তু কেন...কেন এ হ'ল ভগবান?

"একি, আপনার কপালটা যে রক্তে একাকার।"
মুখে রক্তের লোনা স্বাদ নিয়ে ঝাপ্‌সা চোখে দেখি
অষ্টাদশী একান্ত আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অপলক চোখে।
"চলুন, এখানে আর নয়—এত নীচুতে কেন;
মন্দিরের উপরে চলুন,
—দেখে এলাম কত বড় এক পাথরের পদ্ম ফুটে আছে॥"

॥ দিবাশেষের গান ॥

সায়াহ্ন সীমান্তে এসে গাই
দিবাশেষের গান,
দিগন্তের কোণে ঐ রক্তাভ সূর্য্য ডোবে :
তবুও তো গৃহে ফিরিবার ডাক এলো না মনে।
মনের প্রান্ত নেই,
কেউ দিতেও চায়নি
—আসেনি তো কেউ অধিকারের বন্ধনে স্বীকৃত হ'য়ে।
নিদাঘের গম্ভীর দহন শেষ হয়ে,
বেলা শেষের হিসাবের পালায়—বেদনাবোঝায় অসীম।
অশান্ত অর্ণব মন
উত্তর মেরুর মায়াবী ছোঁয়ায় শুভ্রতায় স্থির,
পেঙ্গুইনের শ্বেত নিতল স্পর্শে সংগা ফিরে এলো,
—হায়! আমি এতদূরে একেলা বসে, আর কেউ নাইতো-
সে তো আসেনি সারাবেলা,
মর্ম্মরিত মনে ঢেউয়ে গড়া শরীর নিয়ে!

দিগন্তের কানে, কান্নার ঢেউ কি হারিয়ে যাবে?
না ঐ আকাশে তৈরী দেওয়ালে মাথা কুট্‌বে,
—তারপর প্রতিধ্বনি হ'য়ে ফিরে এসে
আমার বুক রক্তাভ ক'রে দেবে বিপুল হিংস্রতায়।
সান্ত্বনার বর্মে আর তো বুক বাঁচে না,
রক্তাভ হৃদয়ে এবার নতুন যন্ত্রণায় শিউরে উঠি;
এতদূর এসে গেছে বুকের পাঁজরা গেঁথে,
অথচ আর কেউ আসেনি
—কপালে সিঁদুর
আর ঘোমটার ফাঁকে শিহরিত প্রাণে ইষ্টদেবতারে একান্ত ক'রে চাইতে।

হায়! আমি এতদূর গেছি এসে একেলা,
আর যে কেউ আসেনি,
নেই যে কেউ দাঁড়ায়ে আমারই পাশে॥

॥ বিস্মরণ ॥

অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই হয়ত গুঁড়িয়ে যাব আমরা—
এই পৃথিবীর উন্মত্ত নিয়মের চাকায়।
মুখরিত প্রতিধ্বনি দেওয়ার শক্তি আমাদের নেই ;
বুকের ছাব্বিশ ইঞ্চি পরিধির মাঝেই
তোমার আমার,
ব'য়ে যাবে অসীম বেদনার ঝড়।
আকুল নয়নে,
ঊর্ধ্বগগনে ছুঁড়ে দেওয়া কিছু দীর্ঘনিঃশ্বাস—
অসংপৃক্ত আকাশে একাকার হয়ে মিলিয়ে যাবে অবলীলাক্রমে।

পৃথিবীতে জানি বহু প্রেমের সমাধি মন্দির,
জানি বহু মহাহৃদয়ের সূতিকাগার--
জানি বহু অমানিশা ভেদি দুর্নিবার আলোর প্রত্যয়—
জানি আছে,
পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী,—
সবচে'য়ে বেশী জানি আছো তুমি ভগবান।
সব বুঝি, সব জানি--
বেদনার মন্থনে তবু শুধু অমৃত ওঠে কই,
কেন আসে পূতিগন্ধ গরলের ভান্ড?
বিস্মরণের অন্ধকারে ঢেকে বারে বারে ভেবে যাই—
আসে না তো তবু সে দৃঢ় প্রত্যয়,
মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয় সে প্রেম—সে সত্য, সে সুন্দর সে সম্ভাবনাময়॥

॥ জীবনের মূল্য ॥

[ব্যক্তিগত]

মোর মনটাকে বলেছিলাম,
ঘুমিয়ে পড়তে পারনা,
পারনা মুখ বুজে সহ্য করতে।
বেশতো বুঝতে পার
এ পৃথিবীতে তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটাবার শক্তি আমার নেই।
সেইদিনই তো দেখলে বেবাক হ'য়ে,
নন্দিতা চলে গেল অচেনা ছেলেটির হাতখানা ধরে।
আর কত জোর ছিল ও হাতে—
ও হাতে আছে অর্থ, মাংস, যশ।
অথচ তোমার হাতে মাত্র এক সম্বল
—চিন্তার জাল বুনে যাওয়া—কবি!
যারে পৃথিবীর ইস্পাত-মানুষেরা বলে,
"যত সব জঞ্জাল!"
ঠিকই তো।
পেট ভরে ওতে, বাড়ী ভাড়া মেটে—
পাওয়া যায় মুঠো-এক চাল?
নন্দিতাকে দুষে বৃথাই ফুস্‌ছো তুমি,
ও ঠিক জানে,
চিন্তার স্বপ্নে আলাদিনের পিদীম জ্বলে না—
ভরে না পেট, মেটে না বাসনা—
চাই তেল, অনেক অনেক তেল।
ঈশ্বরের সৃষ্টির ইতিহাসে,
তুমি এক অনাসৃষ্টি।
দিন রাত্রির স্বচ্ছ যাওয়া আসার মাঝারে
গন্ডি দিয়ে কেন তুমি পাগল-ফেরা-কবি?

প্রহর যায়, আসে—
সৃষ্টি গড়ে, ধ্বংস ভাঙে
সে'ত অন্ত অনন্তের সমাহারের সীমানায় দিব্য।
তোমার পাগল-ফেরা অন্বেষণ তবে কিসের তরে কবি?
তুমি নাকি,
জীবনের মূল্য বিচার-বাসনায় বিষণ্ন।
আশ্চর্য্য, কত বোকা তুমি কবি—
সে তো বহুদিন হয়ে আছে মাপা, গোণা,
—ওর মূল্য তো অবাক,
এক রিক্ত, খিন্ন, বিপুল শূন্য॥

॥ নবজন্ম ॥

[বন্ধুবর চিত্তরঞ্জনের অনুপস্থিতিতে, বিষণ্ণ হৃদয়ের কিছু ব্যঞ্জনা]

প্রিয়বরেষু, তুমি এখানে নাই।
দূরে সানাই চলেছে বেজে,
ইনিয়ে-বিনিয়ে—
বাণাহত হরিণীর
কাজল কালো আঁখিয়া হ'তে
নিঃশব্দ বাধাহীন চামেলীর সুগন্ধের মত।
সাথে আছে চিরন্তনের প্রতিশ্রুতি,
যৌবন ব্যতিহার, আর রাত্রির তপস্যা
—দিনের রক্তিম সম্ভাবনার নিমিত্ত।

মৃদু শীতের হিমেল হাওয়া,
রাতজাগা পাখীর আর্ত্তনাদ,
শিশুর ক্রন্দন, ঝিঁঝি পোকার অক্লান্ত গুঞ্জনে—বিষণ্ণ প্রান্তরের রাত্রি।
সাথে আমি,
আর উদার উদাস আচ্ছন্ন ধরিত্রী।
গ্রহণ ক'রে চলেছি আকাশী আশীর্ব্বাদ।

প্রিয়বরেষু, তুমি এখানে নাই।
মনে প'ড়ে যায় অতীতের ইতিহাস।
তোমার কত লাঞ্ছনা সইতে হোল
—আমার সংগী হ'তে।
সম্মান তোমায় আমি কোনদিনই করিনি—
আর সম্মান যে কি
তাও জানা হ'য়ে উঠ্‌লো না,—এ জীবনে, শুধু
—অসম্মানের বোঝা বয়ে বয়ে।

প্রিয়বরেষু, তুমি গেছ চলে বহুদূরে।
ক্লান্ত শীতের তুহিনা ঢলে পড়েছে,
আর চায়না জাগতে—
সূর্য্য উঠবে।
মুহূর্ত্তের বিস্মরণে হঠাৎ পূবের আকাশ লালে লাল—
আর কিসের নিদারুণ শিহরণ জাগে মোর নির্বেদ মনটায়।
শুনি,
সমাপ্ত সানাই-এর সুর নতুন লয়ে উঠেছে বেজে
আমারই জরা বুকের পাঁজরার গহন পিঞ্জরে।
পূরবীর তান শিহরি শিহরি ছড়িয়ে পড়ে
হৃদয়ের এ-প্রান্ত হ'তে ও-প্রান্তে।

এলো ভালবাসা, এল শ্রদ্ধা,
এলো অশ্রুজল,
আত্মজন্ম গভীর অতল।
প্রিয়বরেষু,
অথচ তুমি আজ নাই—বহুদূরে॥

॥ একটি প্রেমের জন্ম ॥

পিপাসা শুকিয়ে গেছে বুক থেকে,
কেবল আর্ত্ততা।
একটি নারীর গোলাপ স্পর্শ—নিবীড়িন।
বাসনায় শুভ্র যেন একটি বলাকার মত
মাটি ছেড়ে আকাশের গায়ে—
অভ্যস্ত ছন্দে।
কিন্তু আমার তো সে নয়,
আমার শিহরণ অস্বাভাবিক অবাক—প্রথম।

চিরন্তনী?
হয়ত তাই, কিন্তু অজানা।
দূরের জিনিষ কাছে পাওয়ার লোভের চাইতে,
কাছের জিনিষ হাত বাড়িয়ে নেওয়াই ভালো।

যাই হোক, এক বাসনামিশ্রিত চেতনা এলো
—অদ্ভুত বিস্ময়ে!
দু'টি পূর্ণ দৃষ্টির সংঘাত—সৃজনী :
—একটি প্রেমের জন্ম হোল॥

॥ অন্য সীমান্ত ॥

তোমারে দূরে সরিয়ে দিয়ে,
—নির্ভাবনার জালে জড়িয়ে গেলাম।
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে তোমায় না পেয়ে
অবচেতনের দ্বারে দাঁড়িয়ে পড়ি—
খুলে গেল দূর সায়রের অসীমতা,
আমি মুক্ত।
মুক্তি আমি পেয়েছি—তোমারে দূরে সরিয়ে।
সামনের পথে,
তুমি আর আলেয়ার মত নেই,
তুমি বিস্মৃতির পাতায় একাকার—
এই পৃথিবীতে চলার পথে
তোমার আধার—আর নেই,
—আমি মুক্ত।

জন্মান্তরে তুমি আমার হ'য়ে আসবে কিনা,
সে হিসাবে আজ বড় বর্ত্তমানের তাড়া,
তুমি আমা হ'তে দূরে—বহুদূরে হারা,
তুমি এখন বিচিত্রার ভীড়ে, আমার কাছে নতুন মানবী।
তাই জানাই,
অতীতের সমাপ্তির সীমানায় রেখে,
এসো ভবিষ্যতের ভাবনায়।
এসো অর্ণব মনেরে শান্ত ক'রে—
বিপুল সম্ভাবনার অসীমতায় :
—এসো শান্ত হ'য়ে॥

॥ কোন এক রাজকন্যার উদ্দেশ্যে ॥

একটি ধ্বংসস্তূপের মত
পড়ে থাকা পৃথিবীর এক বিশিষ্ট অংশে
তোমাকে প্রথম শুনেছিলাম।
দূর বনানী প্রান্তরের সীমানায় জোনাকির ঝিকিমিকি রাত্রি—
তুমি তখন ধূমায়িত কফিনের মাঝে,
কেউটের শীতের মাঝারে ঘুমায়ে।
দু'টি কোকিল পালকের ভ্রূ
—মাঝে অন্ধকার।
সেই অনন্ত গভীরতায়,
নীরব পূজার মত রয়েছে স্মৃতিটুকু জেগে,
উঠিছে বুদ্বুদ।
সেই বুদ্বুদই তোমার চোখের নীর—
এক একটি চাঁদ পাথরের মত স্বচ্ছ-মুক্তোতায় স্থির।
আতস-কাঁচের-অন্তর্ভেদী-দৃষ্টির-হার-মেনে-যাওয়া-কপোলের
স্বচ্ছতায় ব'য়ে চলে—
তারপর অজানা সীমানার তরে তার যাত্রা।
এসে পড়ে তোমার,
স্তনের বিস্ময়ের মত সুন্দর স্তনের মাঝারে
—হারিয়ে যেতে।
তোমার উদ্ধত পীনাক,
শরাবের অলক্ত আমেজের নিদারুণ তাড়নার উৎস।
কিন্তু ঠিক তারই মত
ধরে রেখে দিতে পারে না, গড়িয়ে পড়ে জঙ্ঘায়।
উপাধানের উত্তপ্ততার নিবিড় পরশের মায়া কাটিয়ে,
চলে তোমার পায়ের পাতায়—
তারপর ধরণীর আপ্ত আকুলতায়।

তোমার মনের ঠাঁই হোল না কোথাও,
মিছেই তার কান্না।
কফিনের ভাপ্‌সা বাতাসের আওতায়
নানান বাঁধনের মৃত্যু-তুষার বাসনায় হারিয়ে গেল।

॥ মন ॥

সূর্য্য রোজের মত আজও উঠেছে।
ও ক্রমেই জানাতে চাইছে,
"কি, বসে আছ কেন জানালার পাশে—ভাব্‌ছ কি?
ছুটে চলে যাও জীবনের দ্বারে,
প্রচন্ড উদ্বেগের চাহনি নিয়ে, বিপুল বিশ্বাসে আকাঙ্ক্ষা কর
—আমার চাই।"

পৃথিবীর আর অর্ব্বুদ নারী নয়,
কেবল তোমারেই চাই।
তোমার প্রতিটি রোমকূপের অন্ধকারের চেতনা চাই,
আমি বিশ্রাম চাই,
চাই তোমার রক্তাভ বুকের আকুলতার বিহ্বল বেদী।

কোটি বছর ধ'রে আমি জেগে—
সেই মিশর, ব্যাবিলন, হরাপ্পার সভ্যতা হ'তে;
এবার নিদাঘের নিতল শান্তি চাই।
অনেক বিনিদ্র রাত্রির তপস্যায়
লিখেছি শত কবিতা, চেয়েছি মাইক্রোস্‌কোপের অন্ধকারে
অণু-পরমাণুর জগতে,
দর্শনের গহন দিব্য দিশার দ্যোতনায়।
—কিন্তু আর নয়।

তোমার স্কন্ধের অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে,
আমার তপ্ত মুখের জ্বালা
কোটি বার ঘষে, আরো অর্ব্বুদবারের শান্তি পেতে চাইবো।
তোমাকে প্রিয়া শুধু নয়, মাতা বলেও জেনেছি।
তোমার কোলে ঘন সুষুপ্তি নিয়ে শুয়ে,

স্তনের অমৃত ধারায় পিপাসা মেটাবো।
আমার মুখে, চোখে
গভীর প্রেমে তুমি স্পর্শ রেখে যাবে—
আমি বিস্ফারিত নয়নে তখন,
আরো অবাক হ'য়ে
—আরো আরো তোমাতে একাকার হ'য়ে যেতে চাইবো।

আমি রিরংসায় মত্ত, এ পৃথিবীতে জাগতে চাই না,
চাইনা কোন জয়গান,
আমি গভীর ঘুমে, তোমার বুক চুমে—
তোমার মাঝারেই—বিশান্তির শয্যা পেতে চাইবো ॥

॥ আমি যেতে চাই নরকে ॥

জ্ঞান হয়ে দেখি আমার জন্ম হয়েছে এই পৃথিবীতে।
এ'তো আমি চাইনি।
আমি চেয়েছিলাম নরকের নীচ-পল্লীতে ঠাঁই পেতে।
মানুষের ঘৃণার সে রাজ্যে,
ক্লেদ আছে জানি—কিন্তু সুন্দরের বঞ্চনা নেই।
বঞ্চিত পৃথিবীর নপুংসক কোন প্রেম আলেয়ার পাছে ছুটে যেতে,
বহুদিনের ঘৃণা আমার।
তাই রাত্রির অন্ধকারই নিলাম বেছে,
খুঁজে পেতে,
এই পৃথিবীর মাঝেই কোন শান্তির নীড়,
—যদি পাই নরক-নারকীয় নির্ভেজাল শান্তি।
রাত্রের অন্ধকারে, দুর্গন্ধময় কোন গলির ধাঁধাঁয়
আমি হন্যে হ'য়ে ঘুরি
—বেশ্যা জরায়ুর সন্ধানে।
উপল সে জান্তব পিপাসায়, কৃশ সে রোমকূপের প্রতি স্থিতিতে
আমি পাই নারকীয় স্পন্দন আর আমার পিপাসার একান্ত শান্তি,
পাই তীব্র বাসনার জ্বালা।
মৌতাতের ঘন অসংবৃত্ত চেতনা, ডুব দেয় রক্তশরাবের সরোবরে।
থুতু, কফ, গালাজ—
আর যৌনপিপাসার আকুতির অভ্যন্তরের অন্ধকারে ডুবে গিয়ে দেখি,
নরকের দ্বারে এসে গেছি, এসে গেছি আমার চিরবাঞ্ছিত স্থানে।
ক্লাথেব জমা শ্বেত-শুভ্র দ্বারে, দুই বিবসনা নারীর
বিপুল স্তনের আমন্ত্রণ।
গভীর মৌতাতে এসে দাঁড়াই সেই—
পীনোদ্ধত কোটি প্রাচুর্যের ঘন স্পর্শে।
তারপর উন্মুখ হ'য়ে চেপে ধরি গরলের শুভ্রভাণ্ড,

ওরাও ঢেলে দেয়,
আসে তৃপ্তি আমার প্রবৃত্তির; আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

নিয়মের নিঠুর দায়ে ফের সকাল আসে,
আমি ফিরে আসি এনামেল মোড়া পৃথিবীর বাতায়নে।
তখন কোকিল ডাকিছে,
রক্তাভ প্রতারক সূর্য্য পূব আসমানে কটাক্ষে মত্ত।

রোজের মত,
যত আত্মসন্তুষ্ট মানুষের পথচলা—
আমি অবাক হ'য়ে দেখি,
দেখি কেমনে নিজের চোখেরে মন ঠাউরে
নিশ্চিন্ত মনে পান চেবায়, সিগারেট ফোঁকে
—কাছে গেলে অতি সন্তর্পণে ফেলে দেয় আমার জামায়
বিকৃত বাসনার কল্পিত আনন্দে।
অবাক!
আমিও মিশে যাই,
মনের ভাবনারে বেঁধে আর অর্ব্বুদ মানুষের সাথে।
ওদেরই মত হাসি, পান খাই
থুতু ফেলি এখানে ওখানে, অপরের গায় পরম অবহেলায়।
অপরাহ্নে আমিও যাই কোন মানবী নারীর আমন্ত্রণে
লেকের ধারে।
ওর প্রেমদান যেন সাপের ছোবলের চেয়েও মারাত্মক;
তবুও নিঃশ্বাস চেপে শুনে যাই ওর কথা।
দু'হাত ভ'রে নেই বাজার থেকে কিনে আনা—
ফুল, চানাচুর বা বাদাম ভাজা।
কিন্তু ওই ফুল, ওই চানাচুর, ওই বাদাম ভাজা
যেন কোটি বঞ্চনার মূল্যে কিনে আনা।
আমি ভয় পাই।

সেই পৃথিবীর নারী আমায় টেনে আনে
ট্যাক্সির একান্ততার মাঝে, জড়িয়ে ধরে।
মনে হয় যেন আমি
সাপিনীর সর্পিল মায়ায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত জীবন।
ও চুম্বন এঁকে দেয়
আমার ফ্যাকাসে ঠোঁটের ফাঁকে—আলতোভাবে।
ওর চরম মুহূর্তে,
ওর শঙ্খের মত স্তন দু'হাতে তুলে নিয়ে,
ওরই অনুরোধে ঠোঁটে তুলে নিতে গিয়ে,
মনে পড়ে পূতনার কথা।
বিষ...বিষ...বিষ.. নিলাভ বিষ
আমার ধমনীর ভেতরে ছুটে চলে নিদারুণ যাতনা নিয়ে।
না...না—
আমি মুক্তি চাই... মুক্তি চাই
—এ পৃথিবীর বঞ্চনার যাতনা থেকে।
স্বর্গে যখন ঠাঁই নাই
আমি যেতে চাই নরকে॥